মেহেরপুর দারুস সালাম ক্লিনিকের মালিক ডা. সালাম জেল হাজতে

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃতুকে কেন্দ্র করে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলায় মেহেরপুর দারুসসালাম ক্লিনিকের মালিক ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সালামকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় কোর্টের বিচারক মো: তরিকুল ইসলামের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মুঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত আরএমও (গাইনী চিকিৎসক)।

জানা গেছে, চলতি বছেরর ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারী গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী সুমাইয়া খাতুন দারুসসালাম ক্লিনিকে ভর্তি হন। রাত ১০টার দিকে ক্লিনিকের মালিক ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সালাম অপারেশন শুরু করেন। তিনি একাই এনেসথেসিয়ার কাজ করেন। অপারেশন টেবিলেই সুমাইয়ার মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে সংবাদ প্রকাশিত হলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসএম শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রনোদিত মামলাটি করেন। মামলায় মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এএসপি আজমল হোসেনকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

গাংনীতে সুদাসল পরিশোধ করেও

ঠাঁই হলো জেলে

৮০ হাজার টাকা সুদের উপর নিয়ে মুল টাকা পরিশোধ করে ৭২ হাজার টাকা সুদ দিয়েও মামলার হাত থেকে রেহায় পেলেন না গাংনী শহরের বাজারপাড়া এলাকার মফিজুল ইসলাম মফে (৫০)। এনআই মামলায় আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন।

আজ শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) সকালের দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। তার নামে মামলা নং এসসি ১৮/১৯।
গ্রেফতারকৃত মফিজুল বলেন, ২০১৪ সালের দিকে গাংনী সুদ কারবারী হানিফের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা সুদের উপর নিয়েছিলাম। তাকে আসল ৮০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছি। পরে তাকে ৭২ হাজার টাকা সুদ দিয়েও এখন আমার কাছে ৮০ হাজার টাকা দাবী করছে। ৮০ হাজার টাকা মুখে দাবী করলেও সে মামলা দিয়েছে ৩ লাখ টাকার।

হানিফ জানান, আমার কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে সে মাত্র ৩০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে। সুদের টাকা তো দেওয়া দুরে থাক, সে আমার আসল টাকাই পরিশোধ করেনি। তবে আমি তার নামে ৩ লাখ টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেছি। ২০১৭ সালে আমি এই মামলা করেছি। সে আমার বন্ধু মানুষ। তাকে অনেক সুযোগ দিয়েছি।কিন্তু সে আমার সাথে বসে মিটমাট করেনি। আমি বারবার আদালত থেকে সময় নিয়ে কালক্ষেপন করেছি।কিন্তু সে কোনোভাবেই মিটমাট করেনি। তবে, তিনি বিষয়টি নিয়ে লিখে মান ইজ্জত নষ্ট না করার জন্যও বারবার অনুরোধ করেন।

তবে, স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, গাংনীর সুদকারবারী হানিফের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে অনেকেই নি:স্ব হয়েছেন। অনেকের নামে মামলা মোকদ্দমা করেছেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ বলেন, আদালত থেকে পরোয়ানা পেয়ে মফিজুল কে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মিথ্যা মামলায় প্রাক্তন স্ত্রী খালাস, মাদক মামলায় প্রতারক স্বামী জেল হাজতে

মাদকদ্রব্য আইনসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭ টি মামলার আসামি গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মীর কাউছার আলী। নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থাকেন মাঝে মধ্যে। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বহু বিবাহের অভিযোগ। নিজেকে সরকারি চাকুরীজীবি বা সাংবাদিকের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বহু বিবাহ করেছে এই মীর কাউছার আলী। একজন মাদক সেবী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকার মানুষ তাকে চিনে।

ঘরে স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে থাকার পরেও মীর কাউছার আলী একই উপজেলার ধানখোলা গ্রামের জমির উদ্দিন এর মেয়ে শ্যামলী খাতুনকে মিথ্যা প্ররোচনা দিয়ে বিয়ে করে। শ্যামলী খাতুন কাউছারের বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও সন্তান দেখে ওই দিনই বাবার বাড়ি ফিরে এসে তালাক দেন তাকে।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্যামলী ও তার পরিবারের উপর একের পর এক মিথ্যা মামলা দিতে থাকে প্রতারক কাউছার। তার দায়ের সবগুলো মামলায় খালাস পান তিনি।

সবশেষে ২০২০ সালে তার বিরুদ্ধে টাকা ও গহনা চুরির একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন প্রতারক। যার মামলা নং-৩১৬/২০।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত শেষে শ্যামলীর বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করেন। মালায় ৩ জন সাক্ষী প্রদান করেন। এতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আজ সোমবার বেলা আড়াইটার দিকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বর্ণালী তাকে বেকসুর খালাস দেন।

কাউছারের দায়ের করা মিথ্যা মামলায় শ্যামলী খাতুন আদালত থেকে বেখুসুর খালাস পাওয়ার দিন গাংনী থানা পুলিশ প্রতারক মীর কাউসাকে একটি মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

সোমবার দুপুরে শ্যামলীকে বেখসুর খালাস হয়ে আদালত থেকে বের হওয়ার সময় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় মীর কাউছারকে। মীর

কাওছার একই উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের মৃতু মীর ওমর ফারুকের ছেলে।

গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, মাদক ব্যবসায়ী মীর কাউসার মাদক সেবনের পাশাপাশি দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকের ব্যবসা করে আসছে। মীর কাওছারের বিরুদ্ধে গাংনী, মেহেরপুর সদর থানায় মাদকের অভিযোগে ১৭ টি মামলা চলমান রয়েছে।
কয়েকটি মামলায় তার তাকে সাজা দিয়েছে আদালত।

গাংনীতে আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী রাশিদুল ইসলাম জেল হাজতে

মেহেরপুরের গাংনীর আমিন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী রাশিদুল ইসলামকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এসএম শরিয়ত উল্লাহ আদালতে হাজির হলে আদালত রাশিদুল ইসলামকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহার সুত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ১৩ই আগষ্টে জেলা বিশুদ্ধ খাদ্য অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে মেহেরপুরের সদর উপজেলার মদনা গ্রামের নাসির ফল ভান্ডারে মেয়াদ ও মুল্যতালিকা বিহীন দই ও রশগোল্লা মিষ্টি উদ্বার করে।

এসময় নাসির ফল ভান্ডারের স্বত্তাধীকারি নাসির উদ্দিন খাদ্য অধিদপ্তরকে জানায়, ওই সকল মিষ্টি জাতীয় পণ্য গাংনী উপজেলা শহরের আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে গাড়ি যোগে দোকান দোকানে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরে খাদ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের স্বত্তাধীকারি রাশিদুল ইসলামকে মেয়াদ ও মুল্য তালিকা প্রদান না করার কারন জানতে চাওয়া হয়েছিলো।

পরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আর কোন পণ্য মুল্য ও মেয়াদ

ছাড়া তিনি প্রস্তুত করবেন না। এর পরেও জেলার কয়েকটি দোকানে আমিন মিষ্টান্ন ভান্ডারের মেয়াদবীহিন পন্য পাওয়া যায়। এর পর তার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের মামলা দায়ের করেন মেহেরপুর সদরের নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম ।

সরকারি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন রুত শোভা মন্ডল,আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন, এ্যাড এ কে এম সফিকুল আলম ।

মেহেরপুরে ৮ টি মামলার আসামীসহ ২ জন আটক, ৬ গ্রাম হেরোইন জব্দ

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৬ গ্রাম হেরোইন ও ৮ টি মামলার আসামীসহ দুই মাদক বিক্রেতা আটক হয়েছে।
এরা হলেন, সাইফুল ইসলাম(৪০) ও কামরুজ্জামান(৩০)।
সোমবার (২৫ জুলাই) দিবাগত রাত ৮ টার দিকে সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করে পুলিশ। এসময় তাদের দেহ তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ছয় গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।
মেহেরপুর সদর থানার এসআই জুম্মান খানের নেতৃত্বে এ এস আই ইব্রাহিম বিশ্বাস ও এএস আই মোহাম্মদ মাহবুব সহ-সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালান।
আটককৃত সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার বামন পাড়া এলাকার মানারুল ইসলামের ছেলে এবং কামরুজ্জামান মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার মৃত আব্দুল মুমিন শেখের ছেলে। দুজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আটক সাইফুল ইসলামের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটটি মামলা রয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।